

ধানভিত্তিক ঐতিহ্য কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সংরক্ষণে বি রাইস মিউজিয়াম

■ অলতাবহাসেন

ধান নিয়ে গ্রামবাল্যের কবি-সাহিত্যিকরা অকোণন কৃত শূন্য কবিতা রচনা করেছে তার কোনো অংশ নেই। কেননা ধান এ দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তা মানে আমরা ধান বা চালের নিরাপত্তাকে বুঝি। দেশের কিশোরদের অবজ্ঞার সে তলবিদীন কৃষ্টি এখন উপাত্ত পাঠ্য খাদ্যে স্কুল এ দেশ-বার নাম বাংলাদেশ।

স্বাধীনতাপূর্ববর্তী সময় থেকে আজ পর্যন্ত গত পাঁচ দশকে ধান-নির্ভর সমাজ ও সংস্কৃতিতে এসেছে অনেক পরিবর্তন, ধানভিত্তিক অর্থনীতিতে ঘটেছে নানা রূপান্তর। গরু দিয়ে হাল চাষ, মই চাষ আর ধান 'মলন'র দৃশ্য এখন গ্রামবাংলার অদৃশ্য হতে চলেছে। সেখানে এসেছে কলের লাঙ্গল, অত্যাধুনিক বণ্ণ, রোপণ ও মাতাই যন্ত্র। সনাতন জাতের ক্ষেত্রে এসেছে উচ্চকলনশীল আধুনিক জাত। আগাছা দমন ও বাল্যইনাশক স্প্রে কিংবা পাকা ধান কর্তন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ সবকিছুতেই লোগোয় প্রযুক্তির ছোঁয়া। তাই বলে কি দেশীয় ধানভিত্তিক জাত, কৃষ্টি কলাচার হারিয়ে যাবে? না, সেটি সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট। দেশের ধান গবেষণার ইতিহাস-ঐতিহ্য, ধানভিত্তিক কৃষ্টি ও কলাচার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) প্রতিষ্ঠা করেছে দেশের প্রথম রাইস মিউজিয়াম।

যেখানে ধানের স্বীক থেকে স্বীক কৃষ্টি পর্যায়, গত পাঁচ দশকে ব্রি উদ্ভবিত বিভিন্ন উষ্ণশী জাতের ধান ও চালের নমুনা, দেশীয় বিভিন্ন জাত, চালের বৈশিষ্ট্যপূর্ণি, ধানের উপল্লাত পপাঙলো, প্রধান প্রধান আগাছা, রোগবলাহীরের সচিব নমুনা, ধান চাষে ব্যবহৃত দেশীয় বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির রোগিক, ধানভিত্তিক কৃষ্টি ও কলাচারের রোগিক এবং ধান নিয়ে লেখা দেশি-বিদেশি বইপত্র এক স্থানের নিচে এনে প্রদর্শন করা হয়েছে। খাদ্য নিরাপত্তার বাংলাদেশের সাক্ষ্য দেশি-বিদেশি পর্যটকদের কাছে সুন্দর ও ফলপ্রসূভাবে তুলে ধরার জন্য এই প্রথম এমন একটি অত্যাধুনিক রাইস মিউজিয়াম স্থাপন করা হলো।

ব্রিতে মূল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও দেশি-বিদেশি পর্যটক এবং গবেষকরা আসেন। খাদ্যের কাছে দেশের ধানভিত্তিক অর্থনীতির বিবর্তনের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, এই খাতের অর্জন ও সাক্ষ্য তুলে ধরে এই মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য বলে জানান উদ্যোক্তা। দেশি-বিদেশি পর্যটকরা এ মিউজিয়ামে এসে ধান চাষাবাসনের ঐতিহ্য কৃষ্টি পর্যায় সম্পর্কে একটি রহস্য ধারণা পান। সেখানে দেশি উদ্ভবিত বিভিন্ন ধানের জাতসমূহ এবং এর সিল ও আভাণ চালের নমুনা যেন এখানে আছে, দেশি জাতের বৈচিত্র্যময়

ধান ও চালের নমুনাও তত্ত্বা এক স্থানের নিচে দেখতে পায়রাহ। রাইস মিউজিয়ামটিতে সনাতন সময়ের ধানকাষ থেকে শুরু করে আধুনিক সময় পর্যন্ত ধান রোপণ, মাতাই ও কর্তন সময় পর্যন্ত যে সব পেরাপিক ও আধুনিক উপকরণ ব্যবহার করা হতো বা হচ্ছে তা প্রদর্শনের জন্য রাখা হয়েছে। ২০১৮ সাল থেকে এ রাইস মিউজিয়াম স্থাপনের কাজ শুরু করা হলো এবং আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় সম্মতি করে ১২ মার্চ। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার মহাপরিচালক ডক্টর কিট ডুসার ব্রি সফর উপলক্ষে এটি প্রথমবারের মতো উদ্বুদ্ধ

জন্য একটি অত্যাধুনিক রাইস মিউজিয়াম স্থাপন করা হয়েছে। রাইস মিউজিয়ামে ধান রোপণ থেকে চাষ হিসেবে কৃষকের ঘরে তোলা পর্যন্ত সব প্রক্রিয়া স্বর্ষির মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। এখানে ব্রি উদ্ভবিত জাত ও প্রযুক্তি প্রদর্শনের জন্য ১৫টি সোলক স্থাপন করা হয়েছে। জাত ও প্রযুক্তিগুলোর নমুনা ও রোগিক স্থাপন করা হয়েছে। মিউজিয়ামে চিত্রপ্রে সোলক নতুন ও পুরনো কৃষি যন্ত্রপাতির প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। বা দেখে দেশি-বিদেশি পরিদর্শকরা উদ্বুদ্ধ হবেন। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (গবেষণা) ডক্টর

স্বাধীনতাপূর্ববর্তী সময় থেকে আজ পর্যন্ত গত পাঁচ দশকে ধাননির্ভর সমাজ ও সংস্কৃতিতে এসেছে অনেক পরিবর্তন, ধানভিত্তিক অর্থনীতিতে ঘটেছে নানা রূপান্তর। গরু দিয়ে হাল চাষ, মই চাষ আর ধান 'মলন'র দৃশ্য এখন গ্রামবাংলার অদৃশ্য হতে চলেছে। সেখানে এসেছে কলের লাঙ্গল, অত্যাধুনিক বণ্ণ, রোপণ ও মাতাই যন্ত্র। সনাতন জাতের ক্ষেত্রে এসেছে উচ্চকলনশীল আধুনিক জাত। আগাছা দমন ও বাল্যইনাশক স্প্রে কিংবা পাকা ধান কর্তন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ সবকিছুতেই লোগোয় প্রযুক্তির ছোঁয়া। তাই বলে কি দেশীয় ধানভিত্তিক জাত, কৃষ্টি কলাচার হারিয়ে যাবে? না, সেটি সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট। দেশের ধান গবেষণার ইতিহাস-ঐতিহ্য, ধানভিত্তিক কৃষ্টি ও কলাচার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) প্রতিষ্ঠা করেছে দেশের প্রথম রাইস মিউজিয়াম

করা হয়। প্রথমত এটিই বাংলাদেশের একমাত্র ও প্রথম রাইস মিউজিয়াম। কেননা, এর আগে এই ধরনের কোনো মিউজিয়াম দেশের কোনো প্রতিষ্ঠানে ছিল না। মিউজিয়ামটি স্থাপনে সরকারি রক্ষণ খাতের পাশাপাশি অর্থায়ন করেছে কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন (সেকিএফ)। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের সিনিয়র লিয়াজো অফিসার এবং ব্রি রাইস মিউজিয়াম কর্মসূচির পরিচালক মোহাম্মদ আব্দুল বেদীন জানান, আন্তর্জাতিক মানের একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্রিতে একটি সুসজ্জিত রাইস মিউজিয়ামের অভাব ছিল। তাই এই দেশের ধান গবেষণার অতীত ইতিহাস, ঐতিহ্য, ধানভিত্তিক আচার অনুষ্ঠান ও সংস্কৃতি এবং খাদ্য নিরাপত্তার ব্রি তথা বাংলাদেশ সরকারের সাক্ষ্য দেশি-বিদেশি পর্যটকদের কাছে সুন্দর তুলে ধরার

মোহাম্মদ খালেদজামান জানান, প্রতি বছর অসংখ্য দেশি-বিদেশি পর্যটক, বিভিন্ন মূল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কৃষকরা ব্রি পরিদর্শনে আসেন। তারা খাদ্য নিরাপত্তার ব্রি অধ্যয়নের ইতিহাস ও সর্বিক কর্মকাণ্ড এক নজরে দেখতে চান। আন্তর্জাতিক মানের একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও ব্রিতে ইতোপূর্বে কোনো সুসজ্জিত রাইস মিউজিয়াম ছিল না। মূল দেশি-বিদেশি পর্যটকরা ব্রি পরিদর্শনে এসে ঘরোয়া হন। তাই দেশের ধান গবেষণার অতীত ইতিহাস, ঐতিহ্য, ধানভিত্তিক আচার অনুষ্ঠান ও সংস্কৃতি এবং খাদ্য নিরাপত্তার ব্রি তথা বাংলাদেশ সরকারের সাক্ষ্য দেশি-বিদেশি পর্যটকদের কাছে সুন্দর ও ফলপ্রসূভাবে তুলে ধরার জন্য ব্রিতে একটি অত্যাধুনিক রাইস মিউজিয়াম স্থাপন করা হয়েছে।



বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ডক্টর মোহাম্মদ হান্নান কবীর বলেন, ধানকে এ দেশের জাতীয় অধ্যয়নিত মূল দেশি-বিদেশি পর্যটকরা ব্রি পরিদর্শনে এসে ঘরোয়া হন। তাই দেশের ধান গবেষণার অতীত ইতিহাস, ঐতিহ্য, ধানভিত্তিক আচার অনুষ্ঠান ও সংস্কৃতি এবং খাদ্য নিরাপত্তার ব্রি তথা বাংলাদেশ সরকারের সাক্ষ্য দেশি-বিদেশি পর্যটকদের কাছে সুন্দর ও ফলপ্রসূভাবে তুলে ধরার জন্য ব্রিতে একটি অত্যাধুনিক রাইস মিউজিয়াম স্থাপন করা হয়েছে।

সময় ধরে ব্রি এ দেশের রূমবর্ধন জনসংখ্যার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে অসামান্য অবদান রেখে চলেছে। ব্রি গত পাঁচ দশকে কৃষি ও জলপাততা সহিষ্ণু ধান, শীতপ্রধান অঞ্চলের উপযোগী ধান, সরু ও সুগন্ধি খ্রিস্টীয় কোয়ালিটি ধান, জিনসসহ ধান (বিশুদ্ধ প্রথম) ও হাইব্রিড ধানসহ গত ১০১টি ইনক্রিড ও ৭টি হাইব্রিড মিলিয়ে মোট ১০৮টি ধানের জাত উদ্ভবিত করেছে। ব্রি সবগুলোর নমুনা এই মিউজিয়ামে প্রদর্শন করা হয়েছে।

তারিখঃ ১৭-০৭-২০২২ (পৃঃ ১২)



ব্রি প্রগতি প্রাথমিক বিদ্যালয়
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১

সূত্রঃ

তারিখঃ ১৬-০৭-২০২২

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুরে অবস্থিত ব্রি প্রগতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষকের শূন্য পদে সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত শর্তে নোং নিয়োগের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে।

পদের নাম	বেতন স্কেল	পদ সংখ্যা	বয়স	শিক্ষণত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
সহকারী শিক্ষক (পশ্চিম)	১২৫০০-৩০২৩০/ প্রশিক্ষণ গ্রাণ্ড ১১০০০-২৬৫৯০/ প্রশিক্ষণবিহীন (বিদ্যালয়ের প্রচলিত অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি)	০১(এক)	সর্বোচ্চ ৩০ বছর	ন্যূনতম বিজ্ঞান(পশ্চিম) বিভাগে দ্বিতীয়, তবে শিক্ষা জীবনে কোন তৃতীয় বিভাগ গ্রহণযোগ্য নয়। সংশ্লিষ্ট দক্ষতা থাকলে তা প্রার্থীর অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসাবে বিবেচিত হবে। শিক্ষা জীবনে কোন তৃতীয় বিভাগ গ্রহণযোগ্য নয়।	অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়স সর্বোচ্চ ০৫ বছর শিথিল যোগ্য।
সহকারী শিক্ষক (ইংরেজি)	১২৫০০-৩০২৩০/ প্রশিক্ষণ গ্রাণ্ড ১১০০০-২৬৫৯০/ প্রশিক্ষণবিহীন (বিদ্যালয়ের প্রচলিত অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি))	০১(এক)	সর্বোচ্চ ৩০ বছর	ন্যূনতম দ্বিতীয়, দ্বিতীয় পর্যায়ে কমপক্ষে তিনমাস সময়ের ইংরেজি বিষয় থাকতে হবে। শিক্ষা জীবনে কোন তৃতীয় বিভাগ গ্রহণযোগ্য নয়। সংশ্লিষ্ট দক্ষতা থাকলে তা প্রার্থীর অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসাবে বিবেচিত হবে। শিক্ষা জীবনে কোন তৃতীয় বিভাগ গ্রহণযোগ্য নয়।	অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়স সর্বোচ্চ ০৫ বছর শিথিল যোগ্য।
সহকারী শিক্ষক (চাক ও কারকপল)	১২৫০০-৩০২৩০/ প্রশিক্ষণ গ্রাণ্ড ১১০০০-২৬৫৯০/ প্রশিক্ষণবিহীন (বিদ্যালয়ের প্রচলিত অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি)	০১(এক)	সর্বোচ্চ ৩০ বছর	চাকরপাল ন্যূনতম দ্বিতীয়। অথবা ন্যূনতম দ্বিতীয়সহ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড থেকে ১ বছর মেয়াদি অ্যাডভান্সড নাটফিক্রেট ইন ফাইন আর্টস ডিগ্রী থাকতে হবে। কম্পিউটারে দক্ষতা থাকলে তা প্রার্থীর অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসাবে বিবেচিত হবে। শিক্ষা জীবনে কোন তৃতীয় বিভাগ গ্রহণযোগ্য নয়।	অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়স সর্বোচ্চ ০৫ বছর শিথিল যোগ্য।

দরখাস্তের শর্তাবলিঃ

- আবেদন পত্রে প্রার্থীর নাম, পিতা/ স্বামীর নাম, থাকার নাম, স্থায়ী ঠিকানা, বর্তমান ঠিকানা, শিক্ষণত যোগ্যতা, বয়স(৩০-০৬-২০২২ তারিখে), জন্ম তারিখ, আর্মীয়েতা, ধর্ম, অভিজ্ঞতা ও মোবাইল/টেলিফোন নম্বর (যদি থাকে) উল্লেখ থাকতে হবে।
- আবেদন পত্র মহাপরিচালক, বি আর আর আই, গাজীপুর বহাভাবে লিখিত হতে হবে।
- আবেদন পত্রের সহিত মহাপরিচালক, ব্রি-গাজীপুর, করাকার সহকারী শিক্ষক পদে ২০০/-টাকার পোস্টাল অর্ডার সংযুক্ত করতে হবে।
- সকল শিক্ষণত যোগ্যতার সনদ পত্রের ফটোকপি ও সত্য তোলা দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি (১ম শ্রেণীর সরকারি কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত)আবেদন পত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।
- আবেদন পত্রের সাথে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/ পৌর সভার মেয়র/ সিটি কর্পোরেশনের কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত নাসনিকৃত সনদ পত্র ও জাতীয় পরিচয় পত্রের সত্যায়িত কপি অত্রা নিতে হবে।
- আবেদন পত্র আগামী ৩১ জুলাই, ২০২২ তারিখের মধ্যে বিদ্যালয় ঢাকাপালীন সময়ে ডাক বোম্ব/সরাসরি/ সুনির্ভর সার্ভিসের মাধ্যমে প্রতিদিন সকাল ৮.০০টা থেকে বেলা ২.০০টা) প্রধান শিক্ষকের দপ্তরে পৌঁছাতে হবে। বিশেষ গ্রাণ্ড ও অসম্পূর্ণ আবেদন পত্র গ্রহণ করা হবে না।
- ওষুধমাত্র উপরোক্ত শর্তাবলী পূরণ হওয়া সাপেক্ষে উপযুক্ত প্রার্থীদেরকে প্রয়োজন মোতাবেক লিখিত পরীক্ষা, গ্রাণ্ড ডেমোন্স্ট্রেশন ও মৌখিক সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হবে।
- এ নিয়োগ সংক্রান্ত যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সত্ত্বাধীন।

(মোঃ বেলায়েত হোসেন)
প্রধান শিক্ষক



M. ABDUL MOMIN

Public-Private Finance Facility for Climate-Resilient Rice Technology

BANGLADESH faces serious concerns about climate change in agriculture. That's why IPCC considers Bangladesh as one of the most climate-vulnerable counties in the world. The crop-growing environments of Bangladesh are very much diverse here, varying from the drought-prone high lands in the northwest, the flood-affected central region, the coastal saline zone in the south, Haor in the northeast, and hills in the southeast. Flash floods, cyclone, tidal-submergence, drought, excess heat and cold wave, and salinity intrusion in coastal ecosystems are very common here. The challenge is to increase productivity by addressing these multiple climate vulnerabilities.

The total stress-prone area of Bangladesh is around 9.63 million hectares. Where flash flood submergence prone ecosystem constitutes around 2.0 million hectares of rainfed lowland rice areas, tidal submergence ecosystem constitutes 0.8 million-hectare areas, drought-prone areas for upland and rainfed ecosystems constitute 4.2 million-hectare areas, saline coastal belt constitutes 1.0 million-hectare areas, deep water ecosystems constitute 0.8 million hectares and char land area constitutes 0.83 million-hectare areas. Under the scenario of climate change, decreasing arable land @ 0.45% and increasing population @1.22%, maintenance of sustainable food security for 170 million people has become more challenging day by day.

To address these challenges of climate change, the Bangladesh government has taken several initiatives through concerned ministries and subordinate departments. The government is regularly updating Nationally Determined Contributions (NDCs) including adaptation actions such as (1) sustainable ecosystem and livelihood, (2) disaster

management, (3) agriculture and food security, (4) water resources management, (5) surface water uses and rainwater harvesting as well as improvement of agricultural research and education, agricultural extension and training. Recently Bangladesh, as one of the proactive member countries of the climate-vulnerable forum, has prepared Mujib Climate Prosperity Plan 2030 to counteract climate-induced loss and damages by equipping vulnerable communities, industry, and the government.

different abiotic stresses like salinity, cold, high temperature, flash flood, etc which are in the pipeline to release soon.

Production contribution of all these stress-tolerant varieties is about 10% in normal years but about 80% yield advantage in stress years. BRRI developed stress-tolerant varieties that cover about 12% of the stress-prone areas, contributing 3.6 million tons of rice to the national food basket accounting for \$1,525 million each year.

Using climate-smart varieties and

There are a lot of scopes of collaboration to develop more tolerant and more yielder, high-quality grain for the smallholder farmers. Right now, a lot of the funding that is transforming the farming sector comes from developmental funds, which are ultimately not continuous and sustainable. Because the moment the support from the development grant ends, that mentality ends. So, we need to have more efficient use of developmental funds, together with a blended finance product with green mandates. These funds should bridge the initial capital gap that farmers have to introduce the new technologies

Among the concerned ministries and departments, Bangladesh Rice Research Institute (BRRI) is one of the key players and contributors to addressing climate change vulnerabilities under the Ministry of Agriculture. Considering all the climate vulnerabilities BRRI has so far developed a total of 28 stress-tolerant rice varieties of which 12 are saline tolerant, 3 submergences tolerant, 3 droughts tolerant, 4 cold-tolerant, 3 tidal submergences tolerant, 1 semi-deep water, and 1 dual (Sal+Sub) tolerant. Many more advanced breeding lines have been screened to identify materials tolerant to

with the combined efforts of farmers, rice scientists, extension personnel, and the Government of Bangladesh have enabled the country with a surplus of about 4 MT of rice. Our population is increasing by 2.2 million per year. With the synergy of population increase, rice production needs to be increased by 0.35 MT year⁻¹. Whereas we are increasing rice production @ 0.6 MT year⁻¹ during 2009-21. We are on the right track but we have to maintain and sustain this motion. To sustain the increasing trend of rice production adoption of climate-resilient technologies is important.

Due to increased intensities of climate vulnerabilities, targeted breeding is essential to accommodate the diverse environments and the level of stress tolerance needs to be improved. For developing multi-stress tolerant high-quality varieties researcher needs sophisticated lab facilities like the modern world. Using and utilizing modern biotechnological tools like tissue culture, and genetic engineering for developing diverse stress-tolerant varieties we need uninterrupted funding support. Because funding poses a huge barrier to not only the development process but also to the adoption of the technologies. If we can ensure uninterrupted funding support for our scientists they are capable enough to make a difference.

There are a lot of scopes of collaboration to develop more tolerant and more yielder, high-quality grain for the smallholder farmers. Right now, a lot of the funding that is transforming the farming sector comes from developmental funds, which are ultimately not continuous and sustainable. Because the moment the support from the development grant ends, that mentality ends. So, we need to have more efficient use of developmental funds, together with a blended finance product with green mandates. These funds should bridge the initial capital gap that farmers have to introduce the new technologies.

There are some funding supports from different donor agencies like BMGF, WorldBank, FAO, ADB, etc. Other national and international partners may come forward for helping in this regard. Corporate companies like banks and financial institutions can also fund in this area under their corporate social responsibility (CSR) activities.

*The writer is Senior Liaison Officer, Bangladesh Rice Research Institute (BRRI), Gazipur.
Email: smmomin80@gmail.com*